তারিখ ১১ APR 2009
পৃষ্ঠা ২০ কলাম …

আদ্যোপান্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ৮

উচ্চশিক্ষা নিয়ে এদেশে কখনও চিন্তা হয়নি

নর্দার্ন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম শামসুল হক

ড. এম শামসুল হক

মুসতাক আহমদ

৫১টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যে ক'টির বিরুদ্ধে ইউজিসি ও সরকারের আইনের ব্যাপারে উদাসীনতা দেখানোর অভিযোগ রয়েছে নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি সেগুলোর মধ্যে একটি। ভিআইপি সড়কের পাশে ক্যাম্পাস স্থাপন, অনুমতি ছাড়া আউটার ক্যাম্পাস চালানো, এক বিষয়ের শিক্ষক দিয়ে আরেক বিষয় পড়ানো, সুবিধা নেয়ার জন্য ইউজিসির কর্মকর্তাদের আত্মীয়স্বজনকে চাকরি দেয়াসহ বিভিন্ন অভিযোগের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য অধ্যাপক এম শামসুল হকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি যুগান্তরকে জানান, অভিযোগগুলো সত্য নয়। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে যেমন আউটার ক্যাম্পাস করা হয়েছে, তেমনি হয়নি : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

হয়নি : চিন্তা

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ভিআইপি সড়কে ক্যাম্পাস খোলার সময়ে সরকারের কোন আইন ছিল না। আর যে শিক্ষকের ব্যাপারে বলা হচ্ছে, তিনি পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েছেন। এমনকি বর্তমানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রিয় শিক্ষকদের একজন।

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ইকবাল রোডে ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকায় ধানমণ্ডি, কারওয়ান বাজার এলাকায় ক্যাম্পাস ছাড়াও রাজশাহী এবং খুলনায় রয়েছে আউটার ক্যাম্পাস। এমনকি স্কুল-কলেজ শিক্ষকদের ইংরেজি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্পও তারা বাস্তবায়ন করেছে বিগত দিনে। ইউজিসির সর্বশেষ বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ৬টি অনুষদে ও ৭টি বিভাগে মোট শিক্ষার্থী ৫ হাজার ১৮ জন। তাদের শিক্ষাদানে নিয়োজিত আছেন ২১২ জন শিক্ষক। তাদের মধ্যে ৬১ জন পূর্ণকালীন। এছাড়া ভিজিটিং এবং অনারারি অধ্যাপকও রয়েছেন।

অধ্যাপক শামসুল হক ইউনিভার্সিটির উপাচার্য হলেও তিনি ট্রাস্টিদের একজন। বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের অধিকারী এ অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ'র পরিচালক ছাড়াও [illegible] ভিজিটিং প্রফেসর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক কোষাধ্যক্ষ, বেসরকারি সিটি ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ছিলেন। তিনি ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্সিসের এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান ছাড়াও নর্দার্ন ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নেতৃস্থানীয় ভূমিকায় রয়েছেন।

অধ্যাপক হক বলেন, শুধু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় নয়, সার্বিকভাবে দেশের উচ্চশিক্ষায় সমস্যা বিরাজ করছে। জনসংখ্যার বিচারে এশিয়ার অন্যান্য দেশ বিশেষ করে ভারতের সঙ্গে তুলনামূলক হিসাবেও বাংলাদেশে কমপক্ষে ১৭০টি বিশ্ববিদ্যালয় দরকার। কিন্তু সরকারি খাতে সেভাবে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। তাই বেসরকারি উদ্যোগ প্রয়োজন।

১৯৪৮ সালের সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা অনুযায়ী উচ্চশিক্ষা অধিকার হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু আমাদের দেশে যে হারে উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়, সে হারে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। এটা বৈরী মনোভাবের কারণ। উচ্চশিক্ষা নিয়ে এদেশে কখনোই চিন্তা হয়নি। উচ্চশিক্ষার বিকাশের ক্ষেত্রে সরকারের বৈরী মনোভাব ছিল সবসময়ই। এরশাদ সরকারের ৯ বছরে প্রায়ই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ থাকত। আসলে এ নিয়ে আমাদের নীতিনির্ধারকদের দূরদর্শিতার অভাব রয়েছে। বর্তমানে দেশে উচ্চশিক্ষার যে বিস্তার ঘটেছে তাতে নেতৃত্ব দিচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ। এখনও ৬-৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইবিএ থেকে অবসরপ্রাপ্ত বা বর্তমান কর্মীগণ নেতৃত্বে আছেন। আইইউবিএটি'র উপাচার্য ও উদ্যোক্তা অধ্যাপক আলিমুল্লাহ মিয়া আইবিএ'র পরিচালক থাকাকালে সেখানে দুটি রুম নিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালিয়েছেন। তাই বলা যায়, উচ্চশিক্ষার সংকটের কারণে আইবিএ থেকে মুভমেন্ট হয়েছে।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব রয়েছে। পিএইচডি ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা কম। আসলে একটি বিভাগে কমপক্ষে ৪০ ভাগ পিএইচডি ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষক দরকার। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের মানসম্পন্ন ডিগ্রির জন্যই দক্ষ শিক্ষক ধার করতে হয়। যে কারণে খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের একজন শিক্ষক নর্দার্ন ইউনিভার্সিটিতে বিজনেস স্টাডিজের কোর্স পড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে— এ প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য বলেন, এক বিষয়ের হলে যে আরেক বিষয়ে পড়াতে পারবেন না কেউ, এটা ঠিক নয়। ওই শিক্ষক বর্তমানে আমাদের জনপ্রিয় শিক্ষকদের অন্যতম। তাছাড়া তিনি পরবর্তীতে ফিন্যান্সে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েছেন। সুতরাং এতে ছাত্রছাত্রীরা সমস্যাবোধ করছে না।

নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি সরকারি আদেশ অমান্য করে ভিআইপি সড়কের পাশে ক্যাম্পাস করেছে। রাজশাহী এবং খুলনায়ও অবৈধভাবে আউটার ক্যাম্পাস করা হয়েছে। যদিও সরকারের নির্দেশনার বিরুদ্ধে মামলা করে আদালতের রায়ে এগুলো চলছে, কিন্তু নৈতিকভাবে এটা ঠিক হচ্ছে কিনা— এ প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য বলেন, তথাকথিত কেয়ারটেকার সরকার, যারা সেনা সমর্থিত সরকার হিসেবে পরিচিত ছিল, তারা ভিআইপি সড়কের পাশে বিশ্ববিদ্যালয় না রাখা এবং আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ করেছে। কোন গণতান্ত্রিক সরকার এটা করতে পারত না। মন্ত্রণালয়ের অনুমতিতে রাজশাহী আর ইউজিসির অনুমতিতে খুলনা ক্যাম্পাস খোলা হয়েছে।

ইউজিসির অনুমতি নিয়ে আউটার ক্যাম্পাস খোলার পরও অনেকে সরকারি নির্দেশ পেয়ে বন্ধ করে দিয়েছে আপনারা কেন করছেন না— এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অনেক ইনভেস্টমেন্ট ছিল। তাই করা সম্ভব হয়নি। আর আমাদের আউটার ক্যাম্পাসগুলোতে ভালো ও দক্ষ শিক্ষকরা পড়ান। বিশেষ করে রাজশাহী ক্যাম্পাসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পড়িয়ে থাকেন। সেখানে ঢাকা থেকে শিক্ষক নিয়োগ করেও পাঠানো হয়। এককথায় আমরা শিক্ষার মান নিশ্চিত করি। বরং আমাদের না ধরে যারা সনদ-বাণিজ্য করছে, সরকারের উচিত হবে তাদের ধরা। তিনি বলেন, তারা এখন নিয়ম করেছেন, তৃতীয় বর্ষে উঠলেই সবাইকে ঢাকায় একটা বছর পড়তে হবে।

৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও নর্দার্ন স্থায়ী ক্যাম্পাসে যায়নি— এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, জায়গা খুঁজছি। আসলে ৫ বছরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার আইন করার পরেই আমরা ২০০৭ সালে ক্যাম্পাসের জন্য এই (কারওয়ানবাজার) জায়গা নিয়েছি। ঢাকা কলেজের বিপরীতেও ক্যাম্পাস নিয়েছি। এখন স্থায়ী ক্যাম্পাসে গেলে এটা (কারওয়ানবাজার) হবে সিটি ক্যাম্পাস। এখানে ১৫ হাজার পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। তিনি সরকারি আইনের সমালোচনা করে বলেন, সরকারের ওই আইনটি বাস্তবসম্মত নয়। কেননা, ঢাকা শহরে ৫ কাঠা জমিতে ৫ বছরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাস গড়া অসম্ভব। ৭ বছর হয়েছে ঠিক; আমাদের আরেকটু সময় লাগবে।

নর্দার্ন শিক্ষা বাণিজ্য করছে, যে কারণে তারা স্কুল, কলেজ এমনকি নর্দার্নের নামে রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত খুলেছে— এ প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য বলেন, রিয়েল এস্টেট করা হয়েছিল আসলে নিজেদের প্রতিষ্ঠান নির্মাণের জন্য; কোন ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়। আর বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল কলেজসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ফাউন্ডেশনের অধীনে চলছে।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শিক্ষক নিয়োগে তাদের কোন দুর্নীতি নেই। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্থায়ী হওয়ার সময়ে ছাঁটাইয়ের অভিযোগও সত্য নয়। বরং এ অঞ্চলে আরও যেসব বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, তাদের মধ্যে আমরাই ভালো বেতন দিতাম। যদিও এখন পারছি না।

আপনারা ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরাই বড় পদে আসীন হয়ে মোটা অংকের বেতন নিচ্ছেন এমন অভিযোগের ব্যাপারে তিনি বলেন, আসলে আমরা শুধু একটি প্রতিষ্ঠান দেখি না। ফাউন্ডেশনের অধীন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও দেখি। বেশি কষ্ট করার কারণেই বেশি বেতন নেয়া হয়ে থাকে।

নতুন আইনের ব্যাপারে তিনি বলেন, তারা আইনের বিরোধী নয়। কিন্তু আইনের জোরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বডিতে সরকারের লোক বসানোর বিরোধী।

সুবিধা নেয়ার জন্য ইউজিসির সাবেক এক সচিবের স্ত্রীকে ইউনিভার্সিটিতে চাকরি দেয়া হয়েছে এমনকি ওই সচিবের বাসায় এসি লাগিয়ে দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে এবং বিষয়টি বিভিন্ন প্রভাবশালী জাতীয় দৈনিকে পর্যন্ত প্রতিবেদন হয়েছে— এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কথাটি সত্য নয়। ওই সচিবের ছেলে গ্রামীণফোনে চাকরি করেন। ছেলের টাকায় এসি লাগিয়েছে তারা। আর তার স্ত্রী একজন দক্ষ কর্মকর্তা। তিনি প্রমোশনও পেয়েছেন। কারও স্ত্রী হলেই কোথাও চাকরি করতে পারবেন না— এটা ঠিক নয়।